সমাজ, দর্শন ও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ

সম্পাদনা
সঞ্জীব রজক
শ্যামসুন্দর রায়

সমাজ, দর্শন ও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ

সম্পাদনা

সঞ্জীব রজক

শ্যামসুন্দর রায়

কগনিশন পাবলিকেশনস্
পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

দ্বাদশ অধ্যায়: প্রাক-চৈতন্য যুগের (পঞ্চদশ শতক) বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস
রাজিব সরকার, মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৩৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়: রামায়ণের মেঘনাদ চরিত্রে; মধুসূদনের নবরূপায়ণ
উজ্জ্বল থোকদার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৪৮

চতুর্দশ অধ্যায়: বৈদিক তথা সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টিকোণে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা
কানাই দাস, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৫৫

প্রাক-চৈতন্য যুগের (পঞ্চদশ শতক) বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস

রাজিব সরকার

সারসংক্ষেপ: *বর্তমান আধুনিক পরবর্তী যুগে ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি বারংবার পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, আধুনিক পরবর্তী যুগের গতিশীলতার সময়েও ইতিহাস তার অস্তিত্ব এবং তার উপযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক পরবর্তী যুগে নতুন নতুন বিষয়সূচির উপর ঐতিহাসিকরা আলোকপাত করতে শুরু করেছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, বাস্তুতন্ত্র, জীবজগতের উপর পরিবেশের প্রভাব ইতিহাস চর্চার এইরকমই একটি নতুন বিষয়সূচী।*

মূল শব্দ: বাংলা সাহিত্য, প্রকৃতি, পরিবেশ, চৈতন্যযুগ, মঙ্গলকাব্য।

প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্বন্ধিত আলোচনা ইতিহাসের এক বিশেষ অঙ্গ বা এক বিশেষ ইতিহাস, যার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এবং সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা তথ্যের এক আবশ্যিক মেলবন্ধন প্রয়োজন। মধ্যযুগের বাংলার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এইসময় সামগ্রিকভাবে পরিবেশের চিত্র পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তার বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়। যা ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তাই বর্তমান প্রবন্ধটিতে আমি মূলত প্রাক্-চৈতন্য যুগের (পঞ্চদশ শতক) বাংলা সাহিত্যে থেকে প্রকৃতি বিষয়ক বহুমুখী চিন্তাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রাক্ আধুনিক মানুষের জীবনবোধ ও প্রকৃতি চিন্তার এই বিশ্লেষণ পরিবেশচর্চার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক) বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনীকাব্য বলেই তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে চন্ডীদাস তাঁর কাব্যের কাহিনীকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে গিয়ে প্রকৃতির সাহায্য নিয়েছেন। কাব্যের বারটি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ অংশ আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কাব্যের আরম্ভ হয়েছে বসন্তকালে। বৃন্দাবন খণ্ডে এসেছে দ্বিতীয় বসন্ত। কাব্য সমাপ্তিতে বিরহখণ্ডে তৃতীয়বার বসন্তকাল দেখা দিয়েছে। কবি ঋতুবর্ণনামূলক সংক্ষিপ্ত কতকগুলি চিত্রের সাহায্যে দুবছরের সময়ের বিবর্তনটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই পরিবেশের বিবর্তনের সঙ্গে এসেছে রাধার মানসিকতার বিবর্তনও। বসন্তকালের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব হৃদয়ে প্রেমভাব সঞ্চারের বর্ণনা--

কুসুমিত তরুগণ বসন্ত মসএ।